বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি মেহেরপুর জেলা শাখার সম্মেলন

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মেহেরপুর জেলা কমিটির ৭ম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বেলা ১২ টার দিকে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড জালাল উদ্দীন।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক কমরেড লুনা নূর এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক কমরেড ইদ্রিস আলী।

জেলার সকল কমরেডদের উপস্থিতিতে পার্টির আসন্ন জাতীয় কংগ্রেসের জন্য তিনজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। তারা হলেন কমরেড মো: শহিদুল ইসলাম কানন, অ্যাডভোকেট মোহা: মিজানুর রহমান ও মো: সিদ্দিকুর রহমান।

একই সঙ্গে ১১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়। এতে সভাপতি হয়েছেন মো: মোশারফ হোসেন (মুসা করিম), সাধারণ সম্পাদক মো: শহিদুল ইসলাম কানন, সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহা: মিজানুর রহমান।
সদস্যরা হলেন সিদ্দিকুর রহমান, মহামুদুল হক, রফিক উদ্দীন, মুখলেছুর রহমান, হাবিবুর রহমান, শহিদুল ইসলাম, জালাল উদ্দীন এবং মহাদেব সাহা।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সম্মেলন ৩০ আগস্ট

আগামী ৩০ আগস্ট ২০২৫, শনিবার মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে আজ শুক্রবার সম্মেলন ও কাউন্সিল পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।

ঘোষিত নির্বাচন কমিশন হলো প্রধান নির্বাচন কমিশনার জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, সহকারী নির্বাচন কমিশনার সহকারী অধ্যাপক জুলফিকার আলী, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আনারুল ইসলাম, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান

এ তথ্য গতকাল শুক্রবার প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী।

মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০২৫ এর আয়োজন করা হয়েছে।

আজ শনিবার সকালে জাতীয় ও দলিয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির প্রতিক কবুতর উড়িয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

জেলা বিএনপি’র সদস্য মোঃ ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, খুলনা বিভাগ বিএনপি’র সহ সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ড।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব এ্যাড. কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য মোঃ আলমগীর খান ছাতু, মোঃ আনছারুল হক, মোঃ হাফিজুর রহমান ও মোঃ খাইরুল বাশার।

প্রথম অধিবেশনে আলোচনা সভা ও দ্বিতীয় অধিবেশনে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা হাজী সমিতির সংবর্ধনা ও বার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলা হাজী সমিতির উদ্যোগে নতুন ও পুরাতন হাজীদের সংবর্ধনা ও বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে হাজী সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা হাজী সমিতির সভাপতি হাজী নুর হোসেন আঙ্গুর। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাজী আক্তার হোসেন রিন্টু। সঞ্চালনা করেন হাজী আক্কাস আলী।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসার পরিচালক মুফতি হাফিজুর রহমান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডা. আব্দুস সালাম, হাজী নুর রহমান, হাজী কুতুব উদ্দিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে হাজীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে দোয়া এবং আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনীতে বিএনপির সম্মেলন ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে

প্রাণচাঞ্চল্য

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কমিটি গঠণ নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

উপজেলা বিএনপির দুটি ইউনিটের কাউন্সিল উপলক্ষে ইতোমধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের প্রার্থীদের বিগত দিনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড, প্রজ্ঞা, কর্মী বান্ধব ও ক্লিন ইমেজের প্রার্থীদের বাছ্ইায়ের চিন্তা করছে। সেক্ষেত্রে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টিও মাথায় নিচ্ছেন বলে জানান কাউন্সিলররা। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের নির্দেশনাও মেনে কমিটির নেতৃত্বে এগিয়ে আনার কথা জানান তারা। একটি সূত্র বলেছে, যেসব রাজনৈতিক নেতাকর্মী বিগত পতিত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম রাজপথে ছিল ও তাদের ক্লিন ইমেজ রয়েছে এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে।

তবে, ইতোমধ্যে গাংনী উপজেলা বিএনপির কমিটিতে জেলা বিএনপির সদস্য একাধিকবার রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দীন কালু ও জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের একাধিকবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল প্রাথমিকভাবে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তবে, সাংগাঠনিক ২ টি পদেও বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন, গাংনী উপজেলা কৃষকদলের সাবেক সভাপতি ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দাল হক, উপজেলা বিএনপি নেতা মুঞ্জুর হোসেন টফি, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ও বিএনপি নেতা আব্দুল ওহাব বুলবুল।

এদিকে, গাংনী পৌর বিএনপির কমিটির সভাপতি পদের বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন, জেলা যুবদলের সাবেক আহবায়ক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী পৌর সভার সাবেক কমিশনার বিএনপি নেতা আতিয়ার রহমান, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, বহুল আলোচিত ও সমালোচিত ব্যবসায়ী জিয়াউর রহমান। এছাড়া পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছেন বিএনপি নেতা ও সাবেক কমিশনার আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ ও গাংনী পৌর যুবদলের সাবেক সভাপতি সাবেক কমিশনার সাইদুল ইসলাম।

এছাড়া, সাংগাঠনিক সম্পাদক পদের প্রার্থী হয়েছেন গাংনী পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক কামিশনার এনামুল হক, বিএনপি নেতা ইমন হোসেন, সোহেল হোসেন সোহাগ ও এডাম সুমন।

এদিকে সাবেক মেয়র আহমেদ আলীর সাথে সখ্যতা ও তার নির্বাচনে সরাসরি মাঠে ময়দানে কাজ করার অভিযোগে গাংনী পৌর বিএনপির ৯ টি ইউনিটের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ইতোমধ্যে আলোচিত ব্যবসায়ী জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এ কারণে, জিয়াউর রহমানকে ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির কমিটি থেকে প্রাথমিক সদস্য পদ স্থগিত করেছে জেলা বিএনপি। এছাড়া পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক পদের প্রার্থী সোহেল হোসেন সোহাগ ও ইমন হোসেনের প্রার্থীতাও স্থগিত রেখেছে বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে।

দলীয় সূত্র জানিয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে অতীতে পতিত স্বৈরাচার সরকারের সাথে সখ্যতা ছিল। তাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রে অভিযোগ দিয়েছে। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের প্রার্থীতা স্থগিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য দীর্ঘ ১৫ বছর পর গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কাউন্সিল আগামি ৮ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

ঝিনাইদহে কন্যাকে ফিরে পাওয়ার দাবিতে সাংবাদ সম্মেলন

নিজ নিখোঁজ কন্যার ফিরে পাওয়ার দাবিতে সাংবাদ সম্মেলন করেছেন ঝিনাইদহে এক হতভাগ্য পিতা ও তার পরিবার। আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে পাগলা কানাই মোড়ে ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটি কার্যালয়ে সাংবাদ সম্মেলন করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার রায়পুর গ্রামের ছেলে মোঃ আব্দুল আজিজ। সাংবাদ সম্মেলনে আব্দুল আজিজ বলেন যে তিনি তার দ্বিতীয় কন্যাকে ৭ বছর আগে ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার একটি গ্রামে বিবাহ দেয়। বিবাহ পরবর্তী তাদের এক পুত্র সন্তানের

জন্ম হয় তার বর্তমান বয়স ৫ বছর। আমার মেয়ে জোবাইদা সুখের সংসার। এই সংসারে খারাব দৃষ্টি পড়ে আমার নিজ গ্রাম বাড়ির পার্শবর্তী মৃত মল্লিক মন্ডল ছেলে আসাদুলের। আমার মেয়ে জোবাইদার সাথে বিবাহের পর প্রতারনার মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তোলে সেটা আমরা জানতাম না। তখএফ মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যেতে অনীহা প্রকাশ করতো। আমরা প্রায়ই সেই থেকে আসাদুল ব্লাকমেইল করে হত্যা খুন জখমের হুমকি দিয়ে বিভিন্নস্থানে নিয়ে যায় এবং ভয় দেখায় বলে তোর মা বাবা একমাত্র ভাই তাকেও হত্যা করবো। তুই কাউকে বলতে পারবি না। মেয়ে ভয়ে কিছুই প্রকাশ করতো না । আসাদুলের ভয়ে নিরুপায় হয়ে তার সাথে সংসার ছেড়ে উথলী গ্রামের শাহীন ড্রাইভারের নিকট আমার মেয়েকে চক্রান্ত করে নিয়ে যায়। সেখানে শাহীন ড্রাইভার জীবননগর উপজেলার মেদিনীপুর গ্রামের রাজ্জাকের ছেলে হাকিমের নিকট নিয়ে যায়। হাকিমের নিজ বাড়িতে শাহীন আমার মেয়ে জোবাইদা কে বিবাহ বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয। মেদিনীপুরের হাকিম তার রমরমা মাদকের ব্যবসায় আমার সহজসরল মেয়েকে দিয়ে গত ৪ মাস পূর্বে একটি ব্যাগে গাঁজা দিয়ে জীবননগর থেকে বাস যোগে তাদের গন্তব্যে পাঠিয়ে দেয়। এরপর গাঁজা সহ আমার সহজসরল মেয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে জেল হাজতে যায়। মহেশপুর থানা পুলিশ আমাদের বাসায় জোবাইদা গাঁজা সহ ধরা পড়েছে জানানো হলে সেখানে দেখতে যায়। মাদকবিক্রেতা চক্র আসাদুল শাহীন হাকিম আমার মেয়ের সাথে জেল খানায় দেখা করে কোন কিছু না জানানোর জন্য বলে। জোবাইদা কে জেল হাজত থেকে তারা বের করে পূনরায় তাদের অপরাধ জগতে নিয়ে যাবে বলে জানান আমার মেয়ে। আমি জেল হাজতে দেখা করতে গেলে জানান আপনারা দেখতে পারবেন না ১৫ দিন না হলে।

১৫ দিন পূর্ণ হলে জোবাইদার নিকট জানতে পারি মাদকচক্র তাকে জামিনের ব্যবস্হা করছে। মেয়ের নিকট জানতে পেরে মহামান্য হাইকোর্টের মাধ্যমে জরুরী জামিনের ব্যবস্হা করি। জামিন করে আমার রায়পুর গ্রামে থাকা অবস্থায় আসাদুল বিভিন্ন মাধ্যমে জোবাইদার সাথে সম্পর্ক করতে থাকে। জানতে পেরে নিজ বাড়ি বিক্রি করে আসাদুলের কু দৃষ্টির বাহিরে জীবননগর শহরে চলে যায় মেয়ে জোবাইদা কে নিয়ে। সেখানে যাওয়ার ১৫ দিনের মাথায় জোবাইদার সাথে যোগাযোগ করে আসাদুল পাচারের উদ্দেশ্যে মহেশপুর উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী আনন্দ বাজার নামক গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে রাসেল নামে একজন ঢাকার গাড়ির সুপারভাইজার তাকে মাঠ থেকে উদ্ধার করে। রাসেল জানান ৯৩ নম্বর মোবাইল নম্বর তার মামা পরিচয় দিয়ে তাকে এই মাদক ও দেহব্যবসা সহ পাচারের জন্য ভারত পাঠাচ্ছিল আমি তাকে ধরে নিয়ে এসে রাত আমার এক চাচির বাড়িতে রেখে আসি। তারপর তাকে অনেক বুঝিয়ে তার

বাড়ির উদ্দেশ্যে আনন্দ বাজার থেকে গাড়িতে উঠিয়ে দেয়।

এই আসাদুল আমার মেয়ে সম্পর্কে প্রতিবেশী মামা হওয়া সত্বেও তার লালসার বলি হয়েছে। আমার মেয়ে জোবাইদা কে এই মাদকচক্র আসাদুল শাহীন হাকিম বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তার পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারত পাচারের উদ্দেশ্য গুপ্ত করে আটকে রেখেছে। আমি আমার মেয়ে জোবাইদা ফিরে পেতে চাই আপনার নিকট নিবেদন জানাচ্ছি এই মাদককারবারী আসাদুল শাহীন হাকিম এর বিচার সহ আমার সহজসরল মেয়ে সংসার জীবনে পাঁচ বছরের নাবালক শিশুর মা জননী হয়ে ফিরিয়ে দেয়। এই মাদককারবারী আসাদুল শাহীন হাকিম এর বিচার চেয়ে সংবাদ সম্মেলনে মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইতিমধ্যে আদালতে একটি মামলা দেওয়ার করেছি আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানো জারি করেছে। নারী শিশু আদালতের মামলা নং:- পিটিশন ৫৪/২০২৫।

সাংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিল ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটির সভাপতি সাংবাদিক সাহিদুল এনাম পল্লব, সাধারণ সম্পাদক বিএম আনোয়ার হোসেন, সবুজ মিয়া, বাবলু মিয়া, তাপস কুণ্ডু, মিশুক হাসান, এস কে কাদের, রাকিব হোসেন, লতা মিয়া, সহ আরো অনেকে।

মেহেরপুর জেলা হেযবুত তওহীদের কর্মী সম্মেলন ও পরিচিতি সভা

মেহেরপুর জেলা হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে কর্মী সম্মেলন ও জেলা কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১০ টায় মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ কর্মী সম্মেলন ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা হেযবুত তওহীদের সভাপতি সাহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দীন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, হেযবুত তওহীদের খুলনা বিভাগীয় সভাপতি তানভীর আহমেদ, কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সভাপতি জোসেব উদ্দীন, কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রম ও কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক শরিফুল ইসলাম।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা হেযবুত তওহীদের সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মাহমুদ, খুলনা বিভাগীয় নারী সম্পাদক জেরিন সাইয়ারা, মেহেরপুর জেলা নারী সম্পাদক তানজিমা খাতুন রুমা প্রমূখ।

অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হেযবুত তওহীদের শত শত নেতা কর্মীরা অনুষ্ঠানস্থলে ভিড় জমায়। নেতা কর্মীদের উপস্থিতিতে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে উৎসবমূখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হেযবুত তওহীদের সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন বলেন, মানব জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে মানব রচিত বিভিন্ন তন্ত্র মন্ত্র প্রয়োগ করে বার বার ব্যর্থ হয়েছে। দিন দিন অন্যায় অশান্তি নৈরাজ্য বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলকথা মানব রচিত বিধান দিয়ে কখনই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহর দেওয়া বিধানই কেবল মানব জীবনে সামগ্রিকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। মানব জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ আল্লাহর দেওয়া বিধান মেনে নিয়ে সেটাকে সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানান। এছাড়া আল্লাহর দেওয়া বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাঠে ময়দানে ছড়িয়ে পড়ে মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানান।

পরে মেহেরপুর জেলা হেযবুত তওহীদের নব-গঠিত ২২ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির সভাপতি সাহারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মাহমুদ।

ফ্যাসিবাদ বিরোধী চেতনা

বাস্তবায়ন করতে হলে অবিলম্বে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে

বর্তমান সরকার দেশের একরকম প্রেক্ষাপটে ক্ষমতায় এসেছে। আমরা সকলে মিলে তাদের বসিয়েছি। কিন্তু এখন আর কালক্ষেপণের সুযোগ নেই। দেশে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলছে, বিভিন্ন সমস্যায় দেশ জর্জরিত। তাই ফ্যাসিবাদ বিরোধী চেতনা বাস্তবায়নের জন্য অবিলম্বে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে।

বুধবার (২৩ জুলাই) মুজিবনগরে উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির খুলনা বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু।

ড. ইউনুসকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, দেশে-বিদেশে আপনার সুনাম রয়েছে। আমরা কখনোই চাই না আপনি ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করে দেশের জনগণের রোষানলের মুখোমুখি হোন। আমরা চাই, যে কারণে জনগণ আপনাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে, সেই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করে সসম্মানে বিদায় নিন। তাহলে আপনার নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

তিনি আরও বলেন, জনগণের প্রতিনিধিরা ক্ষমতায় না থাকলে দেশে আইনশৃঙ্খলা ঠিক থাকে না, বিদেশি কোনো সুযোগ-সুবিধাও আসে না। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার না হলে তাদের জনগণের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না।

তিনি আরও বলেন, এক ফ্যাসিবাদের বিদায় হয়েছে, এখন কেউ কেউ হঠাৎ করে রাজনৈতিক দল গঠন করে তাদের আচার-আচরণে ও কথাবার্তায় যেন আবারও ফ্যাসিবাদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।
আপনারা দল গঠন করেছেন, সেটা ভালো কথা কিন্তু যদি আপনাদের প্রতি জনগণের সমর্থন থাকে, তাহলে নির্বাচনের মাঠে আসুন। যে হাসিনাকে বিতাড়িত করা হয়েছে, সেই হাসিনার মতো আচরণ করলে আপনাদের পরিণতিও হাসিনার মতোই হবে।

আমরা সকলে মিলে যে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছি, যে সব মানুষ শহীদ হয়েছেন, তাদের রক্তকে শপথ করে আমরা একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের প্রতিজ্ঞা করেছি। সকল বিভেদ ভুলে

আমাদের সেই লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে যেতে হবে।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।
জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে সম্মেলনের আলোচনায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য রোমানা আহম্মেদ।

মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলামের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আব্দুল আউয়াল, খাইরুল বাশার, হাফিজুর রহমান হাফি, আব্দুল্লাহ, মীর ফারুক, রেজাউল হক, মকবুল হোসেন মেঘলা, ওমর ফারুক লিটন, আলফাজ উদ্দিন কালু, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা।

সম্মেলনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীত পরিবেশন এবং পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়। বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে সম্মেলনটি উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন শেষে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে আংশিক কমিটি গঠন করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় আমিরুল ইসলামকে সভাপতি, মশিউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক এবং হারুন অর রশিদ ও আব্দুর রাজ্জাককে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির নতুন সভাপতি আমিরুল, সম্পাদক মশিউর

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন শেষে কোন প্রতিদ্বন্দী না থাকায় আমিরুল ইসলামকে সভাপতি, মশিউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক, হারুন অর রশিদ ও আব্দুর রাজ্জাককে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে আংশিক কমিটির নাম

ঘোষণা করা হয়।

বুধবার (২৩ জুলাই) সকাল ১১টায় মুজিবনগর উপজেলার রামনগর ফুটবল মাঠে এ সম্মেলন শুরু হয়ে চলে দুপুর পর্যন্ত। সম্মেলন শেষে সেখানে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে কমিটি নিবার্চন করা হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির খুলনা বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু। সম্মেলন উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে সম্মেলনের আলোচনায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য রোমানা আহম্মেদ।

সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আব্দুল আউয়াল, খাইরুল বাশার, হাফিজুর রহমান হাফি, আব্দুল্লাহ, মীর ফারুক, রেজাউল হক, মকবুল হোসেন মেঘলা, ওমর ফারুক লিটন, আলফাজ উদ্দীন কালু, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা।

সম্মেলনে নেতারা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং দলকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। পরে কাউন্সিলরদের সম্মতিতে কোন প্রতিদ্বন্দী না থাকায় উপজেলা বিএনপির নতুন আংশিক কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণার মধ্যে দিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২৩ জুলাই) সকাল ১১টায় মুজিবনগর উপজেলার রামনগর ফুটবল মাঠে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির খুলনা বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন সম্মেলন উদ্বোধন করেন। জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ ও জেলা বিএনপির সদস্য রোমানা আহম্মেদ।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আব্দুল আউয়াল, খাইরুল বাশার, হাফিজুর রহমান হাফি, আব্দুল্লাহ, মীর ফারুক, রেজাউল হক, মকবুল হোসেন মেঘলা, ওমর ফারুক লিটন, আলফাজ উদ্দীন কালু, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা।

সম্মেলনে নেতারা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং দলকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।